? ? ?

তিন গোয়েন্দা

পিকনিক

লেখকঃ মোঃ মনজুরুল হোসেন সৌরভ

(রকিব হাসান-এর সৃষ্ট চরিত্র "তিন গোয়েন্দা" অবলম্বনে)

তিন গোয়েন্দা

পিকনিক

(বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে)

লেখকঃ মোঃ মনজুরুল হোসেন সৌরভ

(www.facebook.com/imran2592)

প্রকাশকালঃ ২০১১ (অনলাইন)

স্বত্বঃ লেখক

(বইটি ফ্রি ডাউনলোড এবং কোন রূপ পরিবর্তন বা বিকৃত না করে শেয়ার করা যাবে)

প্রকাশক ও পরিবেশকঃ www.facebook.com/okimurocorporation

“অনেক দিন পর, আমরা আবার একসাথে পিকনিক করছি” মুচকি হেসে বলল কিশোর “পাঁচ জনে মিলে।”

জিনা হালকা মাথা নেড়ে বলল, “হুম, রাফি-ও খুব মজা পাচ্ছে, তাই না রাফি ?”

রাফিয়ান হুফ করে একটা শব্দ করল, যেন বুঝাতে চাইল ঠিক। তারপর, তার মাথাটা জিনার হাঁটুতে রেখে শুয়ে পড়ল। জিনাও ওকে আদর করে পিঠে একটা চাপড় দিল।

তিন গোয়েন্দা, জিনা ও রাফি অনেক দিন পর ঘুরতে বের হয়েছে। গোবেল বীচের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-ই আজ ওদের পিকনিক স্পট। এখান থেকে গোবেল বীচের অনেক দুর পর্যন্ত দেখা যায়।

রবিন পিকনিকের জন্য আনা খাবার গুলো বের করে মুসার হাতে দিতে থাকলো, আর মুসা ওগুলো অন্যদের হাতে দিতে থাকল। খাবার দেখে রাফিয়ান তার মাথা তুলে নাক দিয়ে হালকা শব্দ করল। যেন বুঝাতে চাইল ‘আমার জন্য কিছু আছে কি?’

“অবশ্যই, রাফি” বলল রবিন।“তোমার জন্য একটা হাড় ও দুইটা বড় বিস্কুট আছে।”

মুসা খাবার দিতে দিতে বলল, “আহ্, আজ পিকনিকটা দারুণ হবে। আন্টির হাতে বানানো কেক, স্যান্ডউইচ, বিস্কুট আর কমলার জুস।” খুশিতে যেন এখনই নেচে উঠবে মুসা।

মুসার দিকে রাফিয়ান লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতেই নিজে খাবার গুলো সরিয়ে নিল সে। বলল, “না রাফি, আমি তোর সাথে বিস্কুট অদল বদল করব না। তোকে কত্ত বড় হাড় দিয়েছি না?” তারপর বড় এক কামড় বসাল স্যান্ডউইচ-এ। হেসে উঠল সবাই।

“এখান থেকে আমরা অনেক দুর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, মাইলের পর মাইল শস্য ক্ষেত, ঘরবাড়ি। অপূর্ব লাগছে।” বলল কিশোর।

“হুম, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটছে না। কিছু মেষ মাঠে চড়ছে, আর গরু গুলো শুধু সারা দিন ধরে খেয়েই যাচ্ছে। যেন খাওয়া আর কোন কাজ নেই দুনিয়াতে।” বিরক্ত হয়ে বলল রবিন।

“আমি মনে করি এটা ডিনারের সময়। তো খাবে না তো কি করবে ? এই যে আমরা এত মজার একটা ডিনার করছি।” বলে কেক এ কামড় বসাল মুসা। চিবিয়ে গিলে ফেলে বলল,

“এত দিন পর আমরা আবার এক হয়েছি, এখন উত্তেজনাকর কিছু না হয়ে কি হয় ? না হলে তো ভ্রমণটাই মাটি হয়ে যাবে।”

“ওহ, মুসা, আজ আর অ্যাডভেঞ্চার করতে চেও না। ক্যারী অ্যান্টির লোভনীয় খাবার গুলো একটু বেশীই খেয়ে ফেলেছি। এখন আর নড়তেই পারবনা।” ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল রবিন।

“রবিন-ও দেখা যাচ্ছে আজকাল মুসা মত ভোজন-রসিক হয়ে যাচ্ছে।” হেসে বলল জিনা।

কিশোর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মুসা বলে উঠল, “ওখানে ওগুলো কি নড়ছে।” একটা আঙ্গুল তুলে দুরে দেখিয়ে বলল, “ওই যে, দুরে। পাহাড়ের পাশে। ওগুলো কি গরু ?”

সবাই একসাথে তাকাল। “অনেক দুরে, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না কি ওগুলো।” বলল জিনা। “তবে গরু নয়, ওগুলো গরুর মত হাঁটছে না। গরু অনেক আস্তে হাটে।”

“ঠিক, ওগুলো অবশ্যই ঘোড়া।” কিশোর বলে উঠল।

“ওগুলো তো তাহলে পোষা ঘোড়া। কারণ, পোষা ঘোড়াদের মত ওগুলো এক সারিতে হেলে দুলে যাচ্ছে। কিন্তু কে এত গুলো ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে ?” প্রশ্ন করল জিনা।

“ওগুলো নিশ্চয় কোন ‘হর্স রাইডিং স্কুল’ এর ঘোড়া।” বলল মুসা।

“ইশ্,একটা বিনোকিউলার যদি থাকত, কত ভাল হত। ভাল ভাবে দেখতে পারতাম, আসলে ওখানে কি ঘটছে।” আফসোস করে বলল রবিন।

“আমি আমার বিনোকিউলার নিয়ে এসেছি, খেয়াল কর নি ?” বলে খুঁজতে লাগল জিনা। তারপর বলল, “খাবারের প্যাকেটের সাথেই তো ছিল। কোথায় গেল ?”

মুসা ঝুঁকে পড়ে খোজতে লাগল। একটা প্যাকেটের নিচে পেয়ে গেল বিনোকিউলারটা। তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে বলল, “হুম, একটা ঘোড়ার লাইন। ছয়টা ঘোড়া। তবে কেউ ঘোড়াগুলোই চড়ে নেই। একটা ছেলে ঘোড়া গুলোর পাশে পাশে যাচ্ছে। মনে হয় ওই ছেলেটা রাখাল। ঘোড়াগুলো দেখা শুনার দায়িত্ব তারই।”

“ওহ, আমি তো ভুলেই গিয়ে ছিলাম।” বলে উঠল জিনা। “ওগুলো জমিদার ডেমিয়েন-এর রেসের ঘোড়া। প্রতিদিন ওগুলোকে ব্যায়াম করানোর জন্য ঘুরতে বের করা হয়। মুসা, তুমি কি লাইনে বড় কোন ঘোড়া দেখতে পাচ্ছ ? চোখ পড়ার মত একটা ঘোড়া ওটা। নাম ‘থান্ডার’। ওরা বলে, এই ঘোড়াটা এলাকার সবচেয়ে দামী ঘোড়া !”

মুসা খুব উৎসাহ নিয়ে ঘোড়াগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগল। বিনোকিউলারটা যেন তার চোখের সাথে আটকে গেছে। “ওহ্, ঘোড়াগুলো কি সুন্দর। হ্যাঁ, আমার মনে হয় জিনা যে ঘোড়াটার কথা বলেছ, ওটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সত্যিই দারুণ একটা ঘোড়া। ওই ঘোড়ার সারির সামনের দিকেই আসে। যেন অন্য ঘোড়াগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।”

“আমাকে দেখতে দাও” বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল জিনা, মুসার কাছ থেকে বিনোকিউলারটা নেওয়ার জন্য। কিন্তু মুসা দিল না। বলে উঠল, “দাড়াও, দাড়াও, ওখানে কিছু একটা ঘটছে। কিছু একটা থান্ডার এর সামনে দিয়ে দ্রুত দৌড়ে গেছে। শিয়াল বা কুকুর হবে। খাইছে, থান্ডার খুব ভয় পেয়েছে।” হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। “খাইছে, ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। মেরে ফেলবে নাকি !”

সবাই চুপ হয়ে গেছে। এমন কি রাফিও। সেও ওদের মতই দুরে ঐ ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। জিনা মুসার হাত থেকে বিনোকিউলারটা কেড়ে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু এবারও নিতে পারল না। হালকা সরে গেল মুসা, যেন জিনা ওর হাত থেকে বিনোকিউলারটা নিতে না পারে। ওটা যেন কেউ ওর চোখের সাথে আঠা দিয়ে আটকিয়ে দিয়েছে।

“আরেহ্, ঘোড়াটা তো ছুটতে শুরু করেছে।” বলল মুসা।

“ঘোড়াটাকে হারিয়ো না মুসা। ওটার উপর চোখ রাখ। হারিয়ে গেলে বিপদ। কোথায় গিয়ে লুকাবে, খোজেও হয়ত পাবে না কেউ। ওটা এই এলাকার সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়া। আমরা ছাড়া হয়ত ওটাকে আর কেউ দেখছে না। তাই ওটাকে হারানো চলবে না।” বলল কিশোর।

“ঠিক আছে, ঠিক আছে” অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল মুসা “রবিন, আমার সামনে থেকে একটু সরে দাড়াও। হ্যাঁ, থান্ডার দৌড়াচ্ছে, খুব ভয় পেয়েছে সে। সর্বশক্তি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। আরেহ্, গাছের আড়ালে চলে গেল। হারালাম নাকি ? নাহ, আবার বের হয়ে এসেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে একটা উঁচু গেট এর সামনে চলে এসেছে। এখন নিশ্চয় দাড়িয়ে যাবে। অনেক উঁচু গেট।”

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে মুসার কথা শুনছে। কারণ ওরা এখন কিছুই দেখতে পারছে না। অনেক দুরে চলে গেছে ঘোড়াটা। রাফিও ওদের মতই উত্তেজনা অনুভব করছে। মৃদু গরগর করছে উত্তেজনায়। জিনা হাত দিয়ে আস্তে আস্তে রাফির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর উদ্বিগ্ন হয়ে দুরে তাকিয়ে আছে, যে দিকে ঘোড়াটা গেছে।

"ওটা গেটটা পাড় হয়ে গেছে ! কি দারুণ এক লাফ ! সত্যিই দেখার মত ! ওটা এখন রাস্তার উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছে। এখন আমি ওটাকে দেখতে পারছি না। না না, আবার দেখতে পাচ্ছি ওটাকে। ওটা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। এখন, গতি কিছুটা কমে গেছে। নিশ্চয় হাঁপিয়ে গেছে। খাইছে, ওটা পাহাড়ের পাশের ক্ষেতটায় ঢুকে পড়েছে। কৃষক নিশ্চয় এই বিষয়টা ভাল চোখে দেখবে না। ওহ্ ওটা বসে পড়েছে। আমি আর ওটাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

জিনা বিনোকিউলারটা মুসার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘোড়াটাকে দেখার চেষ্টা করল। নাহ, সেও ঘোড়াটাকে দেখতে পেল না। শস্য ক্ষেতের আড়ালে ওটা। তাই সে তার নজর ঘুড়িয়ে আগের জায়গায় নিল, যেখান থেকে ঘোড়াটা পালিয়েছে। সে দেখতে পেল, ওখানে মানুষ রাখালকে ঘিরে ভীর করেছে। আর রাখাল উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছে। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, সে মানুষকে থান্ডারের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা খুলে বলছে।

"আমার মনে হয়, আমাদের পিকনিক এখানেই শেষ করা উচিত।" বলল কিশোর। "আমাদের খুব দ্রুত ঐ শস্য ক্ষেতে যাওয়া উচিত। ঘোড়াটা এখনো ওখানেই আছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু যেকোন সময় আবার ওটা চলা শুরু করতে পারে। যেকোন দিকে যেতে পারে। আমরা আর খুঁজে পাব না ওটাকে।" বলে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। বলল "মুসা, তুমি আমাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল সাইকেল চালাও। তুমি দ্রুত ঐ শস্য ক্ষেতে চলে যাও। আমরা তোমার পিছনেই আসছি।"

মুসা দৌড়ে তার সাইকেলে চড়ে দ্রুত বেগে চালাতে শুরু করল। সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবছে, কিভাবে দ্রুত যাওয়া যায় ? শর্ট কাট কোন পথ জানা থাকলে ভাল হত। বিনোকিউলার দিয়ে কাছে মনে হলেও ভাল দুরে ঐ শস্য ক্ষেতটা। হাঁপিয়ে গেছে মুসা। তবুও গতি কমাল না।

সেই গেটটার কাছে পৌঁছে গেল সে। আর একটু এগিয়ে শস্য ক্ষেতের সামনে গিয়ে থামল সে। সাইকেলটা রেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘোড়াটাকে খুঁজতে লাগল সে। কিন্তু কোন ঘোড়া খুঁজে পেল না সে বিশাল শস্য ক্ষেতের মাঝে !

“আমার খুব সাবধানে এগুতে হবে।” নিজেকেই বলল মুসা। “হয়ত ঘোড়াটা আমার উপর নজর রাখছে। একটু এদিক সেদিক বুঝলেই আবার ছুট দিবে। আমি ওর যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। যেখানে শস্য গুলো শুয়ে পড়েছে, নিশ্চয় ওটাই ওর যাওয়ার পথ।” সে ওই পথ ধরে ধীরে এগুতে শুরু করল। এমন সময় একটা রাগাত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওর ডান পাশ থেকে।

“বের হয়ে আস, বের হয়ে আস আমার ক্ষেত থেকে।” রাগাত স্বরে চিৎকার করে বলল কৃষক। রাগে লাল হয়ে গেছে সে। মুসার কাছে কৃষকের চিৎকার ভাল লাগল না। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে যে কোন সময় দৌড় দিতে পারে। তাই সে যতটুকু সম্ভব সাবধানে ও দ্রুত ভেতরে ঢুকে যেতে থাকল।

এটা দেখে কৃষক আরো রেগে গিয়ে বলল, “দাড়াও, আমি লাঠি নিয়ে আসছি।”

ঠিক এমন সময়ই মুসা ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। ঘোড়াটা ক্ষেতের মাঝে বসে আছে। সতর্কভাবে ওটা কান নাড়ছে, চোখ ঘোরাচ্ছে। দাড়িয়ে পড়ল মুসা।

“ভাল, তুমিই সেই এলাকার সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়া ! থান্ডার ! তুমি কি তোমার নাম জান? এত ভয় কিসের ? কেউ কি তোমাকে কিছু বলেছে ? বের হয়ে আস। তুমি নিরাপদ।” ধীরে কথা গুলো বলল মুসা। যেন পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলছে।

অবাক হল ঘোড়াটা। কিছুটা আনন্দিতও হয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ওটা। ঘোড়াটার চোখ গুলো যেন মিটমিট করছে। মৃদু ডেকে ওটা। তারপর এক পা এগোল মুসার দিকে।

মুসা আস্তে করে হাত বাড়িয়ে ঘোড়াটার নাকে ঘষে আদর করে দিল। ঘোড়াটা আবার ডেকে উঠল। বুঝা গেল, মুসাকে বিশ্বাস করেছে।

মুসা ফিসফিস করে বলতে লাগল, “কেন, কেন এটা করলে থান্ডার ? পালালে কেন তুমি?”

দুর থেকে দাড়িয়ে কৃষক অবাক হয়ে দেখছে। সে বুঝতে পারে নি যে তার ক্ষেতের মাঝে একটা ঘোড়া লুকিয়ে ছিল। আর মুসা ওটাকে বের করতেই তার ক্ষেতের মাঝে ঢুকেছিল।

মুসা কৃষকের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি আমার সাইকেলটা দেখে রাখুন। আমি ঘোড়াটাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। মনে হয় না এটা আর কোন ঝামেলা করবে।”

মুসা ঘোড়াটার লাগাম ধরে রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে শুরু করল। তবে বেশি দুর যেতে হল না। এর মাঝেই কিশোর, রবিন, জিনা রাখালকে নিয়ে চলে এসেছে। রাখাল ঘোড়াকে দেখেই দৌড়ে আসল, সর্তক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, ঘোড়াটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। “নাহ্, ভালই আছে। ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ, তোমাদের কাছে বিনোকিউলার ছিল এবং তোমরা ঘটনাটা দেখেছিলে। নাহলে যে কি হত। হয়ত ঘোড়াটাকে হারাতে হত।”

তারপর ওদেরকে একবার ধন্যবাদ দিয়ে রাখাল ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। মুসাও ফিরে গিয়ে ওর সাইকেল নিয়ে আসল। রবিনদের পাশে সাইকেল চালাতে ওদেরকে বাকি ঘটনাগুলো বলল।

সবশেষে যোগ করল, “ঘোড়াটাও একদম ঠিক আছে। একটা আঁচড়ও পড়ে নি ওটার সুন্দর চামড়ায়। কি সুভাগ্য আমাদের, আজকে জিনা বিনোকিউলারটা এনে ছিল আর ঘটনাটা আমাদের চোখে পড়েছিল। তাই দারুণ একটা সময় কাটল। কি বলিস রাফি ?”

“হুফ” সাইকেলের পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে সায় দিল রাফি।

“হুম, ভাল একটা কাজ করেছি।” বলল রবিন।

“তবে মজাটা কিন্তু তুমিই বেশি করেছ, মুসা।” বলল জিনা।

“তবে, দৌড়েছিও কিন্তু বেশি।” পাল্টা জবাব দিল মুসা।

কিশোর ওদের সাথে যোগ দিল না। সে এক মনে সাইকেল চালাচ্ছে আর ভাবছে, “ইশ্, একটা জটিল রহস্য যদি পেতাম।”

সে জানে না, তাদের জন্য সামনে কি অপেক্ষা করছে। তাহলে হয়ত আর আফসোস করত না।

সমাপ্ত